30 MAY 2017
পৃ: 20 ক: 9

কালের কণ্ঠ

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে নিয়োগ নিয়ে 'খেলা'

শরীফুল আলম সুমন ▷

একই জনবল নিয়োগে চতুর্থবারের মতো বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করল প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (ডিপিই)। একই সঙ্গে ২০০৪ সাল থেকে শুরু হওয়া আগের তিনটি নিয়োগপ্রক্রিয়া বাতিল করা হয়েছে। এতে এক লাখ প্রার্থীর অর্ধকোটি টাকা গচ্চা যাচ্ছে। গত রবিবার ডিপিইর প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে নতুন করে এক হাজার ২৫ জনবল নিয়োগের কথা বলা হয়েছে। এর মধ্যে অফিস সহায়ক ৮৬৮, নিরাপত্তা প্রহরী ৭৬, মালি ৩৯, পরিচ্ছন্নতাকর্মী ৪১ ও ডেসপাচ রাইডার একজন।

▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ১

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর সূত্র জানায়, ২০০৪ সালে প্রথমে চতুর্থ শ্রেণির ১৯৮টি রাজস্বভুক্ত পদে নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। এতে ২৩ হাজার ৩০২টি আবেদন জমা পড়ে। এরপর ২০০৮ সালে ২০০৪ সালের ওই নিয়োগপ্রক্রিয়া বাতিল করা হয়। পরে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র অনুসারে ২০০৪ সালের আবেদনকারীদের আবেদনপত্র বৈধ রেখে পুনরায় চতুর্থ শ্রেণির রাজস্বভুক্ত ৫০০টি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। নতুন ৩৪ হাজার ৩০০টি আবেদন জমা পড়ে। এরপর ২০০৪ ও ২০০৮ সালের সব আবেদনকারীর লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হয়। ফলাফল প্রস্তুত করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হলেও তা আর প্রকাশ করা হয়নি।

এরপর আবার ২০১২ সালে চতুর্থ শ্রেণির ৫২৫টি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। এবারও অধিদপ্তর আগের নিয়োগপ্রক্রিয়া বাতিল করলেও মন্ত্রণালয় পরে আগের আবেদনও বৈধ ঘোষণা করে। তবে আগের প্রার্থীদের আবারও লিখিত পরীক্ষায় অংশ নিতে বলা হয়। এ দফায় ৮৭ হাজার ৯৬৯টি আবেদন জমা পড়ে। ২০১৩ সালের ২৩ জুলাই এমএলএসএস ও নৈশ প্রহরী পদে সারা দেশের ১০টি ভেন্যুতে লিখিত পরীক্ষা এবং সুইপার ও মালি পদে শুধু মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হয়। তখন এমএলএসএস ও নৈশ প্রহরী পদে নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ ওঠে। তবে ডিপিইর গঠিত তদন্ত কমিটি এর সত্যতার প্রমাণ পায়নি।

২০১৪ সালে নিয়োগের সার্বিক বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের উপপরিচালক মো. নবী হোসেন তালুকদারের নেতৃত্বে তিন সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির প্রতিবেদনে বলা হয়, মালি ও সুইপার পদে প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার ফলাফল অনুযায়ী নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে। এমএলএসএস (পরিবর্তিত নাম অফিস সহায়ক) ও নৈশ প্রহরীর ক্ষেত্রে আবারও লিখিত পরীক্ষা নেওয়ার সুপারিশ করা হয়। তবে এ সুপারিশ অগ্রাহ্য করে গত রবিবার চতুর্থবারের মতো একই পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে আগের তিন দফার সব প্রক্রিয়া আবারও বাতিল করা হয়েছে। এতে পুরো নিয়োগপ্রক্রিয়া নিয়েই রহস্য সৃষ্টি হয়েছে।

প্রথমবার আবেদনকারী মো. কামরুল ইসলাম কালের কণ্ঠকে বলেন, 'নিয়োগের জন্য আমরা ১৩ বছর ধরে অপেক্ষা করছি। কিন্তু কোনো কারণ না জানিয়েই আগের সব প্রক্রিয়া বাতিল করা হলো। দুরভিসন্ধি ছাড়া এই নিয়োগ বাতিল করার কোনো যুক্তি আমরা দেখছি না। তাই আমরা এ ব্যাপারে উচ্চ আদালতে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি।'

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আবু হেনা মোস্তফা কামাল বলেন, 'নিয়োগের এই সিদ্ধান্ত মন্ত্রণালয়ের। আমরা শুধু তা বাস্তবায়ন করছি।'